দু'টি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়

পরিকল্পিত পরিবার
আধুনিক পরিবার

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ● ১৪২১-২২
এপ্রিল-জুন ● ২০১৫

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে ১১ জুলাই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য
নারী ও শিশু সবার আগে বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে বলেছিলেন, আমরা যদি জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, পরিবার পরিকল্পনা করতে না পারি, তাহলে হয়তো বাংলাদেশে চাষযোগ্য কোনো জমি থাকবে না।' বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম গত ১১ জুলাই ২০১৫ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি। আরো বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ এবিএম আব্দুল হান্নান, বাংলাদেশস্থ ইউএনএফপিএ-র প্রতিনিধি Mrs. Argentina Matavel Piccin প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পড়ে শোনান পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন।

এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' বাংলায় যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলার শহরে বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে যেখানে যাই সর্বত্রই মানুষ আর মানুষ দেখি। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা গেলে রাস্তায় লোক খুঁজে বের করতে হয়। এটা আমাদের নিজেদের অনেকের অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশ ছোট এবং জনসংখ্যা ব্যাপক হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার প্রতিটি মানুষ আমাদের স্বপ্ন ও সম্পদ। আমাদের মাটি সোনার মাটি, অত্যন্ত উর্বর। যে কোনো বীজ ফেললেই অল্প পরিশ্রমে ফসল ফলে। বাংলাদেশ নিয়ে আজ আমরা আনন্দ অনুভব করি। কারণ সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক আমাদের দেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এটা সম্ভব হয়েছে একজন নেত্রীর কারণে। যিনি তাঁর স্বপ্ন, কর্মদক্ষতা ও চিন্তাচেতনা দিয়ে বাংলাদেশকে আজকে এ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আমরা দারিদ্র্যকে জয় করেছি। বর্তমানে আমাদের খাদ্য ঘাটতি নেই, এখন বিদেশে খাদ্য রপ্তানিও করছি।

এবারের প্রতিপাদ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, দুর্যোগকালীন সময়ে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৯১ সালে যখন সাইক্লোন হয়েছিল সে সময় বেশির ভাগ নারী ও শিশু মারা গিয়েছিল। রানা প্লাজাসহ অন্যান্য গার্মেন্টসে যে দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেও অধিকাংশ নারী মারা গেছে। তাই প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে দৈহিকভাবে দুর্বল এই শিশু ও নারীরা বেশি ক্ষতির শিকার হয়। এখানে আমাদের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও জনগণের দায়িত্ব হলো এদেরকে রক্ষা করা।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে রাজধানীতে বের করা হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বাংলাদেশ নারী ক্ষমতায়নের যুগে অনেক এগিয়ে আছে এবং তাদের অবশ্যই যোগ্যতা, দক্ষতা ও চিন্তাচেতনার কারণে গার্মেন্টস সেক্টর থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা কাজ করে। সেখান থেকে শুরু করে আজকে বাংলাদেশে নারীরা সেনাবাহিনী, পুলিশ, এমনকি পাইলট পর্যন্ত হচ্ছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সেক্টরে মেয়েরা যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করছে। তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

তারপরও নারী ও সাধারণ মেয়েরা নির্যাতিত হয়, শিশু নির্যাতিত হয় প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময়। এসময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাদের মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটা শুধু আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একার দায়িত্ব নয়, এটা সবার দায়িত্ব। যেমন– একজন ইমাম যখন ইমামতি করেন তখন তিনি যদি মসজিদে দাঁড়িয়ে সবাইকে পরিবার ছোট রাখতে বলেন, পাশাপাশি নারী ও শিশুদের রক্ষা করতে বলেন, কোনো মা যেন নির্যাতিত না হয়, তাহলে সমাজ অনুপ্রাণিত হবে, গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

মন্ত্রী মহোদয় আরো বলেন, আমরা যারা রাজনীতি করি, তারা যদি কোনো জনসভাস্থলে দাঁড়িয়ে বলি– আপনার পরিবার ছোট রাখুন, নারী ও শিশুর পাশে দাঁড়ান, তারা যেন কোনো ক্ষতির শিকার না হন, এজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে– তা আমরা বলতে পারি। এভাবে

একজন সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল যে যার অবস্থানে থেকে যদি একটি কথা বলেন, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, সমাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা এগিয়ে যাব। আজকে আমরা ঠিক শিশুমৃত্যুর হার কমিয়েছি, মাতৃমৃত্যু হার কমিয়েছি। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দেশকে আরো এগিয়ে নিতে মন্ত্রী মহোদয় প্রতিটি কর্মীকে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানান ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক বলেন, আমাদের দেশে যখনই কোনো দুর্যোগ হয় তখন সবচেয়ে আগে বেশি ক্ষতির শিকার হয় মা ও শিশুরা। এই বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা যাতে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান সে জন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে এই বিষয়ে যদি আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি আমাদের দেশের উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে।

আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অবদান অনেক। নারীরা শিশুদের পরিচর্যা, লেখাপড়াসহ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখে। রাজনীতি, প্রশাসন, গার্মেন্টস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, ইন্ডাস্ট্রি সর্বক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। যেমন জাতির জনক এই দেশের জন্য কাজ করতে পেরেছেন এবং দেশকে স্বাধীন করেছেন, তার পেছনে বেগম ফজিলাতুন্নেছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

শিশুমৃতু হার ও মাতৃমৃত্যু হার কমিয়ে আমরা এমডিজি অর্জন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সকল স্কুলে বই ফ্রি করা হয়েছে, টিফিন ফ্রি করা হয়েছে, মায়েদের জন্য বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এমনকি ঘর দেয়া হচ্ছে। চাকরিতে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোটা রাখা হয়েছে। আমরা এ কাজগুলো করে যাচ্ছি। যার ফলে আমাদের দারিদ্র্য অনেক কমে গেছে। আমাদের এই অর্জনগুলো যদি আরো এগিয়ে নিতে হয়, ধরে রাখতে হয়, তাহলে মা ও শিশুদের আরো বেশি যত্ন নিতে হবে। তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আরো ভালো করতে হবে।

জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ হতে পারে যদি তাদের আমরা শিক্ষিত করি এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আর জনসংখ্যাকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে না পারলে সেটা সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। আমরা যদি এ বয়সের জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে 'পপুলেশন ডিভিডেন্ট'টা পাব, যা ২০৩০ সাল পর্যন্ত সম্ভব হবে। যেটা এখন অনেক দেশে নেই। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে ।

সভাপতির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন দিকে। আমরা স্বাস্থ্য খাতে সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এবং অন্যান্যগুলোও অর্জনের কাছাকাছি আছি। সেই সাথে আমাদের জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যাতে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য খাতে আমাদের অর্জনগুলো বিশ্বে একটি বিস্ময়। স্বাস্থ্য খাতে আমাদের দেশের অগ্রগতি কিছু সমকক্ষ দেশের তুলনায় অনেক বেশি। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের এই সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞা, মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনা এবং সেই সাথে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও জনগণ সবার একান্ত প্রচেষ্টার কারণে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সকল জনগণই ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। তার মধ্যে অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে শিশু ও নারীরা। তাই আমাদের দুর্যোগ পরিকল্পনায় যে প্রস্তুতি সেখানে এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। জনসচেতনতার মাধ্যমে দুর্যোগের সময় যেন নারী ও শিশুরা প্রাধান্য পায় সে দিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সবাই যেন সচেতন হয়, সে বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার জন্য সচিব মহোদয় সকল কর্মীকে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, নারী ও শিশু সব সময় দুর্যোগের মধ্যে থাকে। আমাদের সরকার এবং ইউএনএফপিএ নারী ও শিশুকে কেন্দ্র করে চিন্তাভাবনা করছে। তিনি বলেন, নারী ও শিশু যদি নিরাপদ থাকে, তারা যদি স্বাধীন ও সচেতনভাবে, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারে তাহলে এই বিশ্বে একটি চমৎকার পরিবেশ বজায় থাকবে এবং আমরা উন্নত জীবনযাপন করতে পারব।

তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করে না। নারীর মর্যাদা রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, তরুণ প্রজন্ম,

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে লাইফস্টাইল। একটি পুরো জীবন কিভাবে গড়তে হবে, ৫টি মৌলিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এসব বিষয় নিয়ে কাজ করে।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫-এর প্রতিপাদ্যের বিষয় উপলক্ষে নানান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে তিনি সকল কর্মীকে অভিনন্দন ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: এবিএম আব্দুল হান্নান বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: এবিএম আব্দুল হান্নান বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের জনগণের নিত্যসঙ্গী। এই দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সব রকমের দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাফল্য অনেক। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের কাছে দুর্যোগের আগাম বার্তা দ্রুততম সময়ে পৌঁছানোর কারণে ক্ষয়ক্ষতি আগের চেয়ে অনেক কম হচ্ছে। এরপরও দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধারকারী দলকে সবার আগে নারী ও শিশুদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সময় শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতী নারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কম হয় তা নিয়ে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। আমাদের পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে আমাদের সকল কর্মী বাহিনীকে সব সময় তৈরি থাকতে হবে।

বাংলাদেশস্থ ইউএনএফপিএ-র প্রতিনিধি মিসেস আর্জেন্টিনা ম্যাটাভেল পিকিন বলেন, বর্তমানে বিশ্বে জোরপূর্বক উদ্বাস্তু হওয়া লোকসংখ্যার পরিমাণ রেকর্ড সংখ্যক, প্রায় ৬০ মিলিয়ন। একমাত্র এশিয়াতে ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ তা প্রায় ৯ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। এ বছরের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার জন্য করণীয় বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে গণ্য করেছে সেন্দাই, আদ্দিস আবাবা এবং প্যারিস সম্মেলনের কারণে। সেখানে ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ মোকাবেলাকে বিবেচনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, অতীতে দুর্যোগকালীন সময়ে বয়স্ক, অক্ষম, শিশু ও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা ও কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ ধরনের চাহিদা অবহেলিত হয়ে এসেছে। নয়া উন্নয়ন কৌশলে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিবেদনে বিপন্ন এসব জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালীন প্রয়োজনীয়তাকে অধিক গুরুত্বসহ মোকাবেলা করার জন্য বলা হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশস্থ ইউএনএফপিএর প্রতিনিধি মিসেস আর্জেন্টিনা ম্যাটাভেল পিকিন বক্তব্য রাখছেন

গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে মা ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন এবং জোরপূর্বক বিয়েতে বাধ্য করা হয়। এসব সহিংসতা ও নির্যাতন বিশেষ করে আশ্রয় শিবির ও ক্যাম্পে সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আমরা অনেক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি, যাতে করে দুর্যোগকালে সেখানে অবস্থানকারী নারীরা প্রয়োজনীয় সেবা পায়। আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫-এ আমি সবাইকে আহ্বান জানাই আসুন, দুর্যোগকালীন বিপন্ন মানুষের ঝুঁকি কমাতে এবং বিশেষ করে গর্ভবতী মা, কিশোরী ও সদ্যোজাত শিশুদের রক্ষায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করি।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন বক্তব্য রাখছেন

আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন বিশ্ব জনসংখ্যা ২০১৫ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতীব গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি পাঠ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Vulnerable Populations in Emergencies' অর্থাৎ 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সবার আগে নারী ও শিশুর দিকে সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী ও শিশু। আমাদের সরকার দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নারী ও শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এখন নারীর অংশগ্রহণ বহুগুণে বেড়েছে। আমরা শিশু অধিকার সংরক্ষণ করেছি। শিশুদের চাহিদা, কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিশু বাজেট প্রণয়ন করেছি। প্রতিবন্ধীসহ সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকেও আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলেছি।

দুর্যোগে সর্বাগ্রে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি গর্ভবতী নারী ও কিশোরীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। দুর্যোগকালীন বা জরুরি অবস্থায় নারী ও কিশোরীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্থাৎ তাঁদের আপদকালীন সেবা প্রদানকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। দেশের সকল সেবাকেন্দ্র থেকে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থাসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন– এ প্রত্যাশা করছি। দুর্যোগের সময় মা ও শিশুর জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। আমি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।'

গত ৭ এপ্রিল ২০১৫ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাস্থ্য দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস : 'নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার-সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার'

নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার-সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার'- স্লোগানে গত ৭ এপ্রিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে পালিত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। খাদ্যে ভেজালকারীদের মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি খাবার গ্রহণে সবাইকে সচেতন হতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে আমরা কঠোর আইন করছি। কিন্তু এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। তাই খাদ্যে ভেজালকারীদের মৃত্যুদণ্ডের মতো আরও কঠোর শাস্তির বিধান রেখে আইন হওয়া উচিত। এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আরও কঠোরভাবে কাজ করতে হবে, অন্যথায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে না। গত ৭ এপ্রিল ২০১৫ সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাস্থ্য দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি এ কথা বলেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা: আ ফ ম রুহুল হক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা: দীন মো: নুরুল হক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি এন প্যারানিথারান, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডেভিট ডব্লিউ ডোনার্ট প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি আরো বলেন, আমরা একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করেছি। এখন রাজাকারের বিচার করতে পারলে, ভেজাল খাদ্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারব। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। আইন কঠোর হলে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা সম্ভব হবে। আমরা যদি সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি খাবারে ভেজাল মেশানো বন্ধ করা সম্ভব হবে। সম্মিলিতভাবে কাজ করলে আমি আশা করি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ভেজাল খাবার বলে কিছুই থাকবে না।

আমাদের দেশের বাজারে এত ভেজাল খাদ্যের কারণ খাদ্য এবং স্যানিটারি তদন্তকারীরা সঠিকভাবে কাজ করে না। যারা কাজ করে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যখনই কোনো অনিয়মের অভিযোগ ওঠে তখনই সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা হবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আশা রাখি নিরাপদ খাবার ও জীবন নিশ্চিত করে সামনের স্বাস্থ্য দিবস পালন করতে পারব। স্বাস্থ্য খাতে যে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম রোধে আমরা বদ্ধপরিকর।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৫ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং চ্যানেল আইয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদযাপিত

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৫ উপলক্ষে বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল আই' প্রাঙ্গণে গত ২৮ মে দিনব্যাপী 'মায়ের কথা' মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলা উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, সমাজ কল্যাণমন্ত্রী জনাব সৈয়দ মহসীন আলী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জনাব অধ্যাপক নুর-উন-নবী।

সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশব্যাপী মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন এ মেলার আয়োজন করে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: দীন মো: নুরুল হক, ইউএনএফএ'র দেশীয় প্রতিনিধি আর্জেন্টিনা ম্যাটাভেল পিকিন, অংশগ্রহণকারী বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, বার্তা সম্পাদক সাইখ সিরাজ প্রমুখ।

এবারের নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত, প্রতিটি প্রসব হোক নিরাপদ'। অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ হলো– পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ইউএনএফপিএ, নেসলে, ওয়েল ফুড, পিপিডি, বিকেএমইএ, ওয়াসআউট, ইনসেপটা, সিমফোনি, ওয়াটারএইড এবং স্বর্ণকিশোরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চ্যানেল আই'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) ও পরিচালক স্বর্ণকিশোরী ফারজানা ব্রাউনিয়া।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রাক্কালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক

যেকোনো দুর্যোগে নারী ও শিশুর প্রাধান্য সময়ের দাবি
জনসংখ্যা দিবসের প্রেস ব্রিফিং

ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা, কালবৈশাখী ও টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগের কোন না কোনটি প্রায় প্রতি বছর এদেশে আঘাত হানে। এ ছাড়া রয়েছে ভূমিকম্পের আশঙ্কা। তাই পূর্বপ্রস্তুতি যত বেশি থাকে, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি তত বেশি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তথাপি প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্টসহ সব ধরনের দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী নারী ও কিশোরীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে গত ৯ জুলাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এ কথা বলেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণলায়ের সচিব জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: এবিএম আব্দুল হান্নান, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগকালীন সময়ে নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা ও সেবাদানের বিষয়টি তাই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। আগে থেকেই পর্যাপ্ত মজুদ রেখে, তথ্য সংগ্রহ করে এবং দুর্যোগের শিকার নারী ও কিশোরীদের শিক্ষার মাধ্যমে সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায় সামাল দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

যেসব কিশোর-কিশোরী ঝুঁকিতে আছে তাদের শনাক্ত করে সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে স্থানীয় আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। কিশোর-জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনগুলোর কার্যক্রম থেকে অভিজ্ঞতা নিতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের সকল ক্লিনিক ও সেবাকেন্দ্রগুলোকে এ বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণের বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে আক্রান্ত নারী ও শিশুদের জন্য দুর্যোগকালীন সময়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম ও বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগামীতে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। নির্ধারিত বক্তব্য উপস্থাপনের পর তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ের পরিচালক ও উপপরিচালকগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা গত ২৭ জুলাই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ের পরিচালক ও উপপরিচালকগণ এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক

প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক বলেন, আমাদের কার্যক্রম ও মোটিভিশনের গতি আরো বাড়াতে হবে। বর্তমানে আমাদের যে অবস্থান তা থেকে আরো এগিয়ে যেতে হলে কাজের মধ্যে আমাদের প্রাণের সঞ্চার করতে হবে এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে পুরস্কারগুলো পেয়েছেন তার পেছনে আপনারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমাদের আরো অর্জন করতে হলে এবং কাজকে আরো গতিশীল করতে যেখানে জনবল নেই সেখানে জনবলের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি পরিচালক ও উপপরিচালকগণের উদ্দেশ্যে বলেন, মাঠপর্যায়ে কী কী সমস্যা আছে, জনগণ কী চায়, স্বাস্থ্য উপকরণের স্টক নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। জনগণ যাতে সেবা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে জন্য আমাদের সেবার মান আরো উন্নত করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আরো বলেন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু দ্রুত কমাতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বাড়াতে হবে। এ জন্য যেসব সমস্যা আছে, আশা করি সেগুলো আমরা অল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পারব।

পরিচালক ও উপপরিচালকগণের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রস্তাবনা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী খুব মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের আশ্বাস দেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ডা: ইসরাত জাহান

সচিব মহোদয়ের আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম গত ২০ জুন ২০১৫ আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন উর রশীদ সচিব মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন। মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ডা: ইসরাত জাহান সচিব মহোদয়সহ সকলকে স্বাগত জানান। সচিব মহোদয় মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইউনিট ঘুরে দেখেন। তারপর প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তনে সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে মতবিনিময় করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ডা: ইসরাত জাহান এবং সচিব মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করেন মাননীয় মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। ডা: ইসরাত জাহান তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৫৬ সালের ২০ অক্টোবর যে অপরিণত শিশুটি এ প্রতিষ্ঠানে ভূমিষ্ঠ হয়, কালের বিবর্তনে তিনি আজ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেক্টরের উচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন। এরপর ডা: ইসরাত জাহান সেই শিশুটির 'স্মারক জন্মসনদ ক্রেস্ট' মাননীয় সচিব মহোদয়ের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপন করেন সিনিয়র কনসালট্যান্ট (অবস/গাইনি) ডা: রওশন হোসনে জাহান। আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন উর রশীদ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ডা: ইসরাত জাহানকে স্মারক জন্মসনদ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের চলমান কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা আরো বেগবান হবে বলে আস্থা রাখেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা রাখার আশ্বাস প্রদান করেন।

আজিমপুর এফডব্লিউভিটিআই-এ চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আজিমপুর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গত ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মৌলিক প্রশিক্ষণার্থীদের (১৪তম ও ১৫তম ব্যাচ) জীবনধারণ ভাতার 'বকেয়া চেক হস্তান্তর' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিসিএসডিপি ইউনিটের উপপরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা: মো: মাহমুদুর রহমান।

আজিমপুর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আজিমপুর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডা: জেবুন্নেসা হোসেন। তিনি মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ডিও লেটার পড়ে শোনান। ১৪তম ব্যাচের ৬৬ জন ও ১৫তম ব্যাচের ৫৪ জনসহ মোট ১২০ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থীকে জীবনধারণ ভাতার বকেয়া চেক হস্তান্তর করেন জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার এবং ডা: জেবুন্নেসা হোসেন।

প্রশিক্ষণার্থীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে নিরাপদ মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভাগীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দেন। মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা উপস্থিত থেকে ডেলিভারি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার পরামর্শ দেন।

সেবা সপ্তাহ-২০১৫ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

সেবা সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

গত ১৬ থেকে ২১ মে দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং গত ১৪ মে আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, উপপরিচালক, কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, বাংলদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে বিগত ছয় দশক ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের মধ্যে এইচপিএনএসডিপির লক্ষ্যমাত্রা এবং রূপকল্প ২০২১ পূরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের সকল সক্ষম দম্পতিদের যদি পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সহজ সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে কর্মসূচিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ অনেকাংশেই উত্তরণ করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট ইউএনএফপিএ'র আর্থিক সহায়তায় দেশব্যাপী সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন করবে।

তিনি আরো বলেন, বিডিএইচএস-২০১৪ এর তথ্য অনুযায়ী গত ১০ বছরে (২০০৪-২০১৪) আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারকারীর হার ৪৭.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪.১ শতাংশে উন্নীত হলেও স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতিতে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। অত্র অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট (২০১৪)'র রিপোর্ট অনুযায়ী সক্ষম দম্পতিদের তথ্য ও নিবিড় সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধিতে সেবাসপ্তাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাই এসকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখে এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহের থিম নির্বাচিত হয়েছে 'পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী পদ্ধতি নিন, থাকুন ভাবনাহীন।'দেশব্যাপী এই সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

নির্ধারিত বক্তৃতা শেষে মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন

গত ১৬ থেকে ২১ মে ২০১৫ দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়– 'পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী পদ্ধতি নিন, থাকুন ভাবনাহীন।'

গত তিন দশকে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অনেক সাফল্য এসেছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেড়েছে, মোট প্রজনন হার কমেছে, পরিবার পরিকল্পনা অপূর্ণ চাহিদার হারও নিম্নমুখী। তথাপি বাংলাদেশে ২০১৬ সালের মধ্যে এইচপিএনএসডিপি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখনো বাংলাদেশে প্রায় ৬২ শতাংশ প্রসব বাড়িতে হয়, আবার গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে প্রসবের হার ৬৯ শতাংশ এবং শহরে এ হার ৪২ শতাংশ (বিডিএইচএস ২০১৪)। আবার পরিবার পরিকল্পনা অস্থায়ী পদ্ধতিতে ড্রপআউটের হার এখনো ৩০ শতাংশ। দেশের সকল সক্ষম দম্পতিকে যদি পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সহজ সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে কর্মসূচির এসকল চ্যালেঞ্জ অনেকাংশেই উত্তরণ করা সম্ভব হবে।

এরই অংশ হিসেবে এ বছরের প্রথম পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ১৬-২১ মে ২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল সেবা কেন্দ্রে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আইইএম ইউনিট বাল্যবিবাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা প্রসবসেবা বিষয়ক বার্তা জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে। প্রচারণার অংশ হিসেবে পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট মনিটরিং ও তথ্য সংগ্রহ সেল খুলে প্রতিদিনের সেবা বিষয়ক পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিচালক অর্থ, পরিচালক সিসিএসডিপি ও পরিচালক এমসিএইচ মাঠ পর্যায়ে বিশেষ সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশাবলী জারি করেন। কেন্দ্রীয় পণ্যাগার, আঞ্চলিক পণ্যাগার ও জেলা সংরক্ষিত পণ্যাগারগুলো সেবা ও প্রচার সংক্রান্ত চাহিদা অনুযায়ী এমএসআর সরবরাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সর্বোপরি সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন মনিটরিংয়ের কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেন।

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে উক্ত ইউনিটের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইনের সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে এবং বিকেএমআইম'র সহযোগিতায় এভি ভ্যান জোন ম্যানেজার ও প্রজেকশনিস্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গত ৭-১১ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালা উদ্বোধন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

উদ্বোধনী ভাষণে মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এ প্রশিক্ষণ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম গতিশীল করা এবং আইইসি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য আপনাদের কাজে লাগবে। সেই সাথে তিনি আইইসি কার্যক্রমের গুরুত্ব এবং এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার বিষয়টি উল্লেখ করে কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী দিনে বক্তব্য রাখছেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বেগম জাকিয়া আখতার, উপপরিচালক (পিএম), আইইএম ইউনিট। এ ছাড়া তিনি তাঁর বক্তব্যে এভি ভ্যান কার্যক্রম ফিরে দেখা বিষয়টিও উপস্থাপন করেন। বিকেএমআইএর সিনিয়র স্পেশালিস্ট জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ SWOT এনালাইসিসের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা: কেসি মতিউল আলম, (সহকারী পরিচালক, কো: এ্যা:), সিসিএসডিপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণ এবং এর গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব খন্দকার মাহবুবুর রহমান, ডিপিএম, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

১১ জুন সমাপনী অধিবেশনে আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে মহাপরিচালক মহোদয়, অধিদপ্তরের সকল পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক, সকল জোন ম্যানেজার, আইইএম ইউনিটের এভি ভ্যান কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী ৪ দিনের প্রশিক্ষণের বিস্তারিত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ গ্রুপ ডিসকাশনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন

পরিচালক আইইএম এভি ভ্যানের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কর্মসূচির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উপস্থিত সকলের নিকট মতামত জানতে চান। এতে উপস্থিত সকলেই এভি ভ্যান কর্মসূচির পক্ষে যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সর্বশেষ মহাপরিচালক মহোদয় সকলকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে কর্মসূচিকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

DG স্যার

মতিউর রহমান

আমাদের DG স্যার
নাম তাঁর মোঃ নূর হোসেন তালুকদার
বিখ্যাত ছড়াকার, গল্পকার
মনটা তার বড় উদার।

আমাদের DG স্যার
৭১-এ ছিলেন বিশিষ্ট ফাইটার
করেন না আপোস কারো সাথে
রাজাকার, হানাদার মেরেছেন নিজ হাতে।

আলম তালুকদার নামে অধিক পরিচিত
বিভিন্ন সংগঠনের পদকে ভূষিত।
ছোটরা তার জানের জান, পরাণের পরাণ
তাঁর লেখা ছড়া পড়ে সকলে মজা পান।

৫২ হাজার কর্মচারীর
অতি আপন তিনি
কাজের মধ্যেই যিনি
বেঁচে আছেন জানি।

সহকারী পরিচালক (মনিটরিং)
ও সহকারী পরিচালক (সমন্বয়) অ:দা:
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।